গান শুধুই গান নয়

এক:

এই লেখার একটা ভূমিকা দেয়া দরকার । বাংলাদেশের সিনেমার গান নিয়ে শহুরের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত আর ধণীদের একটা নাক উঁচু ভাব আছে । তারা কেউ বাংলা সিনেমার গান নিজের ঘরে কিংবা গাড়ীতে শোনেন না । যদি পাড়ার মাইকে কেউ বাজায় তবেই কেবল শুনেন- আর গজ গজ করে বলেন, 'এই সব বস্তা পঁচা গান কেন যে শোনে?'

গানটি যত ভালই হোক না কেন-তা কেবল ঐ বাংলা সিনেমার গান হয়েই থাকতো । তাই ঐ গান যারা গাইতো তাদেরকে যেন নিজেদের প্রিয় শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বড়ই কষ্ট হতো । যেমন সাবিনা ইয়াসমিন- যত ভালই গান করুক না কেন তার সিনেমার গান আমাদের বাড়ীর ড্রইংরুমে জায়গা পেত না । তবে মজাটা হচ্ছে সাবিনা ইয়াসমিনের দেশের গান কিন্তু ঠিকই জোড়ে ঘরে বা গাড়ীতে বাজানো হোত এবং এখনও হয় ।

আমাদের এই বিশেষ শ্রেণীর এমন 'ভজগট' অবস্থা বা মানসিকতা কিন্তু ভারতীয় শিল্পীদের ব্যাপারে নেই । আমরা যত স্বাছন্দে মান্নাদে, শ্যামল মিত্র, লতা, আশা ভোশলের সিনেমার গান নিজেদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেই ঠিক তত জোড়াল ভাবেই রুনা লায়লা,আবদুল জাব্বার , আব্দুল হাদীর সিনেমার গানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করি । এ এক অদ্ভুত মানসিকতা । ঐ সকল গান আমাদের গৃহে এবং মনোজগতে সমাদৃত নয় । বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবে অনেকেই বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । সেখানে এলাকার শিল্পীরা গান করেন । আমার কৈশর-যৌবনের বেড়ে উঠা বয়সে কখনো দেখিনি -কোন শিল্পী মঞ্চে উঠে বাংলা সিনেমোর গান গাইছে । তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, ভারতীয় গানই বেশী গাইতো । কারন তখন ভাবাই হতো যে -বাংলা সিনেমার গান ঐ 'বাড়ীর কাজের মানুষ' আর 'বস্তিবাসীদের' শোনার বিষয় । কিন্তু এটাও সত্য যে ঐ কাজের মেয়েদের দেখানোর নামে আমরা নিজেরাও টেলিভিশনের সামনে বসে ঐ 'বস্তা পঁচা' বাংলা সিনেমা দেখতাম ।

বাংলা সিনেমার গান না পছন্দ করার একটি কারন হচ্ছে লাগামহীন ভাবে নীচু মানের বাংলা সিনেমা নির্মান এবং তার অশৈল্পীক আঙ্গিক । সহজ সমীকরনে বলা হোত -যেহেতু সিনেমা নীচু মানের অতএব গানও নীচু মানের!

কিন্তু এই মানসিকতাকে সম্পূর্ন পাল্টে দিল ক্লোজাপ ওয়ানের এই গানের প্রতিযোগিতা । বিষয়টা সহজ ছিল না । ক্লোজ আপ ওয়ানের আগেও এমন প্রতিভার অন্বেষন হয়েছে । আপনাদের নিশ্চয় 'নতুন কুড়ি'-র কথা মনে আছে । নতুন কুড়িতেও বাংলা সিনেমার গানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল । ঐ প্রতিযোগিতায় দেশাত্ববোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, পল্লীগীতি সহ আরো অনেক বিভাগের প্রতিযোগিতা হোত । কিন্তু নতুন কুড়িতে কখনও বাংলা সিনেমার গানের প্রতিযোগিতা হতো না । কোন শিল্পী বাংলা সিনেমার গান গাইতো না । কেন? কেন? কারন বোধহয় একটাই- আমাদের এক ধরনের দম্ভ বাংলা সিনেমার গানকে এক ঘরে করে রেখেছিল । এমনকি বাংলা আধুনিক গান বলতে সেই সব গানগুলোকে বুঝতাম -যা সিনেমার নয় । সেই বাঁধার বিশাল দেয়ালটি একটু নরম হয়ে আসছিল যখন আমরাই 'পুরানো দিনের গান' হিসাবে কিছু কিছু বাংলা সিনেমার গানকে স্বাগত জানানো শুরু করলাম । যাক তবুও যে মেনে নেয়া শুরু হয়েছে । এই প্রক্রিয়ার রীতিমত প্লাবন বইয়ে দিল ক্লোজাপ ওয়ানের দ্বিতীয় আয়োজন । বাংলা সিনেমার গান এবার দাপটের সাথে আমাদের টেলিভিশন থেকে বেড়িয়ে এসে জায়গা করে নিল সিডি প্লেয়ারে, ঘরে বাইরে, গাড়ীতে, দোকানে, অফিসে । শুধু কি সিনেমার গান প্রান পেয়েছে? আসলে বাংলা গানের এক জোয়ার সারা দেশে বইয়ে দিয়েছে এই ক্লোজ আপ ওয়ান । নতুন গলায় সেই একই গান যেন প্রান পেল । বাংলা গানের এই বিজয়ের সম্পূর্ন কৃতিত্ব এনটিভির আর তার সাথে যোগ দেওয়া হাজার হাজার প্রতিভার । এনটিভি হয়তো সম্ভবত নিজেও জানেনা- তারা কি অসম্ভব ভাল একটা কাজ করেছেন । এই প্রতিযোগিতা আমাদের তরুন তরুনীদের মধ্যে যে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে -তার ফসল আমাদের ঘরে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে । স্বপ্ন ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? আমরা এই তরুণদের স্বপ্ন দেখাতে পারিনা । এনটিভি এই বিশাল জনতা কে আবার বাঁচিয়ে রাখলো । ধন্যবাদ এনটিভি ।

দুই:

একটি ছোট্ট পরীক্ষা দিয়ে লেখার দ্বিতীয় অংশটি শুরু করি । ইচ্ছা করলে কাগজ কলম নিয়ে বসতে পারেন । বলুন তো

১. ক্লোজাপ ওয়ান এর প্রতিযোগীতা কি রেডিও তে হয়? (আমার উত্তর না ।)

২. ঐ অনুষ্ঠানটি কি টেলিভিশনে হয়? (আমার উত্তর হ্যা । অর্থাৎ আমরা কেবল গান শুনিনা । আমরা সেই সাথে দেখি গানটি কিভাবে গাওয়া হলো ।)

৩. ক্লোজাপ ওয়ানের শিল্পীরা কি শুধু গান গায় আর পরিবেশন করে? নাকি তাদের কে প্রশ্ন করা হয় এবং তারা গান শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা ও বলে? (আমার উত্তর- ওরা উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে দর্শকদের সাথে কথা বলে । দর্শকদের ভোট পাবার জন্য গুছিয়ে কথা বলে ।)

৪. শেষ প্রশ্ন -এই শিল্পীরা কি শুধু গান গায়, পরিবেশন করেএবং দর্শকদের সাথে কথা বলে, নাকি ওরা বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে? (আমার উত্তর ওরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশের কথা বলে।)

এই চারটি প্রশ্নের আমার উত্তরের সারাংশ অনেকটা এই রকম-

ক্লোজআপ ওয়ান এর এই যে বিভিন্ন পর্বের প্রতিযোগিতা হলো ওখানে শিল্পীরা কেবল গান গায়নি। সেই গানের সাথে ছিল আরো তিনটি বিষয়। উপস্থাপনা, গুছিয়ে কথা বলা এবং বাংলাদেশকে বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করা।

যদি তাই হয় তাহলে ক্লোজআপ ওয়ান এর নির্বাচনে এই চারটি বিষয় কি প্রাধান্য পেয়েছে?

আমি সব গুলো পর্ব দেখিনি। কিন্তু যে কটা পর্ব দেখেছি তাতে পরিষ্কার বুঝা গ্যাছে গানের সাথে সাথে শিল্পীর সামাজিক অবস্থান , আঞ্চলিকতা ভীষন ভাবে ভোটারদের আবেগকে চাঙ্গা করেছে। কিছু কিছু পর্বে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের উপড় ষ্টোরী তৈরী করে একটু দু:খ দু:খ ভাব তৈরী করা হয়েছে -যা শিল্পীর গানের প্রতিভার চেয়ে ঐ শিল্পী কোথা থেকে এসেছে তা বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ডকুমেন্টারী ফিল্ম হিসাবে হয়ত সেই অংশগুলো ভাল হয়েছে। কিন্তু গানের প্রতিযোগিতায় এর প্রয়োজন কোথায়? এনটিভি ভালো করেই জানে দর্শক কি পছন্দ করে। অতএব হুর হুর করে এসএমএস-এর সংখ্যাও বেড়ে গ্যাছে।

এক সময় মনে হয়েছে এটা গানের প্রতিযোগিতা নয় বরং একটি শ্রেনী বৈষম্যের যুদ্ধ। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত , আর ধনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার এক আশ্চর্য্য অস্ত্র 'মোবাইল'-এ এসএমএস নামের গুলি ভরে ক্রমাগত ছুড়ে দিয়েছে ঐ উচুঁ শ্রেনীর মানুষদের বিরুদ্ধে। সেই সাথে ঐ দু:খ দু:খ ভাবের গ্রেনেড তো ছিলই!

আঞ্চলিকতা ঐ এসএমএস এর সংখ্যাকে কারো কারো জন্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুষ্টিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য অঞ্চলের দর্শক কোমড় বেঁধে নেমেছিল এই যুদ্ধে। টপ নাইনের কাছে কিছু কিছু গল্প শুনেছি। সত্য মিথ্যা জানিনা। তবে এগুলো ওদের মুখ থেকে শোনা। আমি কেবল পক্ষপাত এড়ানোর জন্য নামগুলো এড়িয়ে যাচ্ছি।

এক.

একটি এলাকার কয়েকটি বিড়ি ফ্যাক্টরী ঐ অঞ্চলের প্রতিযোগীকে এসএমএস করার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে ষ্টল দিয়েছিল যেখান থেকে সাধারন মানুষকে ১০ টি এসএমএস করার পয়সা দেওয়া হতো। মানুষ দলে দলে ২০ টাকা নিয়ে ঐ নির্দিষ্ট প্রতিযোগীকে এসএমএস করতো।

দুই

এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, পাতি নেতা, নিজের খরচে এলাকায় মাইকিং করেছে কেবল ঐ অঞ্চলের প্রতিযোগীকে এসএমএস করার জন্য এবং ঐ এলাকায় অন্য অঞ্চলের প্রতিযোগীদের মাইকিং করা ছিল নিষিদ্ধ! এই নিয়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে।

তিন.

বিভিন্ন বাস টার্মিনালে -দূরপাল্লার টিকেট বিক্রির সাথে শর্ত ছিল -ঐ অঞ্চলের প্রতিযোগীকে ১০ টি এসএমএস করা। কোন যাত্রী রাজী না হলে -তাকে টিকেট দেয়া হোত না।

আমার ধারনা এই বিষয়গুলো ক্লোজ আপ ওয়ান শিল্পী নির্বাচনে এমন ভূমিকা রেখেছে যে সমগ্রিকভাবে যে যে গুণাবলী ক্লোজআপ ওয়ান এর মধ্যে থাকা দরকার বাস্তবে তা ঘটেনি। আমার এই ধারনাটি আরো পরিষ্কার হয়েছে- এই টপ নাইনের সাম্প্রতিক সিডনীর অনুষ্ঠানের সময়। অজবেন মিডিয়া সেন্টার এর একজন শুভাকাঙ্খী হিসাবে এই দলের সাথে সাতদিন কথা বলার এবং ওদের জানার সুযোগ হয়েছিল। চমৎকার একটি দল। ভীষন প্রতিভাময়। প্রত্যেকের চোখে স্বপ্ন খেলা করছে প্রতিদিন। করবেই না কেন? এনটিভি ওদের প্রত্যেকের পিঠে প্যারাসুট বেঁধে কয়েক হাজার ফুট উপড় থেকে ছুড়ে দিয়েছে। এখন কে কোথায় প্যারাসুট দিয়ে নামবে সেটা ওদের দ্বায়িত্ব। এই নয়জনের মধ্যে আট জনেরই একটি আশ্চর্য রকম বন্ধুত্ব, আর ভালবাসা দেখলাম। দেখলাম টিমওয়ার্ক। ভালো শো করার কি আপ্রান প্রচেষ্ঠা। কেবল এক জনকেই দেখলাম ভিন্ন! যেন 'নয়-তারের' যন্ত্রের -একটি ছেড়া তার। তার কথা, চিন্তা, বুদ্ধি, আচরন, পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার ব্যাপার, বেশ অগোছাল আর অমিলে ভরা।

নিজেকেই নিজে বলি- কেবল এসএমএস এর সংখ্যা দিয়েই সঠিক শিল্পীটি খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবার কিছু তথ্যের উপড় চোখ বুলাই। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয়েছে সালমা , মুহিন এবং নিশীতা। আচ্ছা ওদের ভাগ্য কে নির্ধারন করেছে? বিচারকগন নাকি গান বুঝে এমন শ্রোতা? নাকি আবেগের শ্রোতে ভেসে যাওয়া একদল মানুষ? চলুন তাকাই কিছু তথ্যের দিকে। বিচারকগন তাদের রায় দিয়েছেন এই ভাবে- মুহিন ৪৬ নম্বর, নিশীতা-৪১ নম্বর এবং সালমা ৪০ নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ সালমা তৃতীয় হয়েছে। কিন্তু এসএমএস সেই ফলাফলকে উল্টিয়ে দিয়েছে। এসএমএস এর বণ্যায় সালমা পেয়েছে ১৭,৯৬,৯৩৮ ভোট, মুহিন পেয়েছে ৮,৫১,৪১৩ ভোট এবং নিশীতা পেয়েছে ৪,২০,৪৭৭ ভোট। পাঠক, একবার ভাবুনতো এই ফলাফলটা কি কি কারনে পাল্টালো?

তিনজন বিচারকের মধ্যে একজন আমাকে তার অদ্ভুত প্রতিভা দিয়ে বিস্মিত করেছেন । আমরা গানের বিচারক চেয়েছি । কিন্তু সেই গানের বিচারক যখন বলেন, "আম্মাজান-আপনি বানাইবেন একটা পান-আমি খামু সেই পান"- তখন জগতের সকল বিস্ময় নিয়ে ভাবি উনি কিসের বিচার করছেন? পান বানানোর নাকি গানের? আমি কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারিনা ঐ একজন বিচারক কি ভাবে প্যানেলে বসলেন? একজন মানুষ ভাল সুরকার হতে পারেন, কিন্তু ভাল বিচারক হবেন এমন কথা নয় । সিডনীতে আসা এই আটজন (নয় জন নয়!) ক্লোজআপ শিল্পী ও তাদের অসন্তোষের কথা বললো । ওরা এই কথাগুলো ভয়ের কারনে কাউকে বলতে পারেনি । পাছে বাদ পড়ে যায়! এই কথাটা এনটিভিকে কে বোঝাবে?

এনটিভির এই চমৎকার আয়োজনে আমার সবাই এত বেশী আপ্লুত যে মনে হচ্ছে -এনটিভি নি:স্বার্থ ভাবে দর্শকদের এই অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে গ্যালো । চলুন একটা খসড়া হিসাব করি । এনটিভি এই অনুষ্ঠান করে কি পেল? আমরা সিডিতে যখন এই অনুষ্ঠান গুলো দেখেছি - তখন সব বিজ্ঞাপন দেখিনি- কিন্তু কতগুলো পন্য ঐ অনুষ্টান গুলোকে স্পন্সর করেছে তার তালিকা দেখেছি । গড়ে প্রায় ১৮টি পন্য এক একটি রাউন্ড স্পন্সর করেছে । এই অনুষ্ঠান ছিল এনটিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্টান । অতএব বিজ্ঞাপনদাতারা উচ্চ রেটে বিজ্ঞাপন দিয়েছে । সাধারন মানুষ এসএমএস করেছে । একটি এসএম এস করতে খরচ হয় ২ টাকা । এনটিভি এই মোবাইলে ভোট দেবার প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ এসএমএস পাটানোর ব্যবস্থা করেছে । কেবল চূড়ান্ত পর্বে ৩০,৬৮,৮২৮ এসএমএস পাঠানো হয়েছিল । অর্থাৎ কেবল চূড়ান্ত পর্বে এনটিভির কল্যানে মোবাইল ব্যবসায়ীদের আয় হয়েছে ৬১,৩৭,৬৫৬ টাকা । ভুললে চলবে না এখানে কিন্তু এনটিভির ও শেয়ার আছে । চূড়ান্ত পর্বে না হয় বিশাল আয় হয়েছে । অন্যান্য পর্বেও যদি এর অর্ধেক আয় হয়ে থাকে তাহলে চোখ বুজে ভাবুন তো পুরো আয়োজনে কত এসএমএস হয়েছিল? আমার ধারনা প্রায় এক কোটি এসএমএস হয়েছিল । তাহলে সাধারন হিসাবে এসএমএস থেকে আয় হয়ে ছিল ২ কোটি টাকা । এর কত ভাগ এনটিভি পেয়েছে? উহু! তা বলা যাবে না । কারন ওটা আবার বিজনেস সিক্রেট । পাঠকগন ঠিক করে নিন । তাই বলে ভাববেন না যে আমি এনটিভির এই ব্যবসায়ীক সাফল্যকে খারাপ চোখে দেখছি । আমি শুধু ভাবি- এত আয়ের পরও এনটিভি এই শীর্ষ দশ শিল্পীকে কেন একবছর আটকে রাখবে যেন ওরা অন্য কারো সাথে কোন অনুষ্ঠান করতে না পারে? এই শর্তের মধ্যে নাকি আরো আছে যে- কেউ নিজের আয়োজনে কোন অনুষ্ঠান, গানের এ্যালবাম, বিজ্ঞাপনে অংশ নিতে পারবে না । এনটিভি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে ও পারবে না । এই দশজন এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে । অতএব ওদের এখনই সময় । এক বছর পর ওদের এই 'মিডিয়া ভ্যালু' থাকবে না । তাহলে ওদের আটকে রাখা কেন?

আসলে আমরা সব কিছু খুব আবেগ দিয়ে দেখি বলেই এই সব ব্যবসায়ীরা আমাদের আবেগ কে ভাঙ্গিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে নেয় কিন্তু শিল্পীরা সেই লাভের অংশ পায় না । যেমন এই যে নয়জন সিডনী ঘুরে গেল- তাদের জন্য এনটিভি রয়ালটি মানি হিসাবে ২৭ হাজার ডলার নিয়েছে- যা থেকে এই শিল্পীরা একটি ডলারও পায়নি । ওরা আমেরিকা,কানাডা, দুবাই, ইউরোপ যাবে এবং একই ভাবে ওদের দেখিয়ে আগামী এক বছর এইভাবে এনটিভি হাজার হাজার ডলার আয় করবে । শিল্প এই ভাবেই বার বার বানিজ্যের কাছে জিম্মি হয়- যার খবর আমরা সাধারন দর্শক শ্রোতারা বুঝিনা । শিল্পের সাথে ব্যবসার দ্বন্দ্ব এইখানেই । ব্যবসায়ীরা শিল্পীকে চুষে পুঁজি তৈরী করে- আর শিল্পী অবাক হয়ে বলে- 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুড়ি ভুড়ি...'

পুনশ্চ :

১. টপ নাইন সিডনীতে এসে একটা বড় ক্ষতি করে গ্যাছে । এদের চমৎকার গলার গান দিয়ে আমাদের কানে এমন ঝংকার তৈরী করেছে যে এখন আর সিডনীর শিল্পীদের গান ভাল লাগে না । বিষয়টা বেশ টের পেলাম এই বৈশাখের তিন বৈশাখী মেলায়!

২. কেবল গান শুনেও শিল্পীর প্রেমে পড়া যায়- ব্যাপারটা নতুন করে অনুভব করলাম নিশীতার গান শুনে ।

৩. কাওসার খান- আমাদের নাটকের দলের সাধারন সম্পাদক । আমার এই লেখার বিষয় বস্তুর কথা শুনে বার বার সাবধান করেছে আমি যেন টপ টেন নিয়ে কিছু না লিখি । কারন এটা নাকি ভীষন স্পর্ষকাতর বিষয় । অনেকে তাদের প্রিয় শিল্পীর বিজয়ের জন্য রোজা রেখেছে, মানত করেছে । অতএব ক্লোজআপ ওয়ানের উপর কিছু লিখলে মানুষ নাকি আমাকে অপছন্দ করবে । সব জেনেও ঝুঁকিটা নিলাম ।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com